WOODS DESPATCH

SEM-3(HONS)

HMV

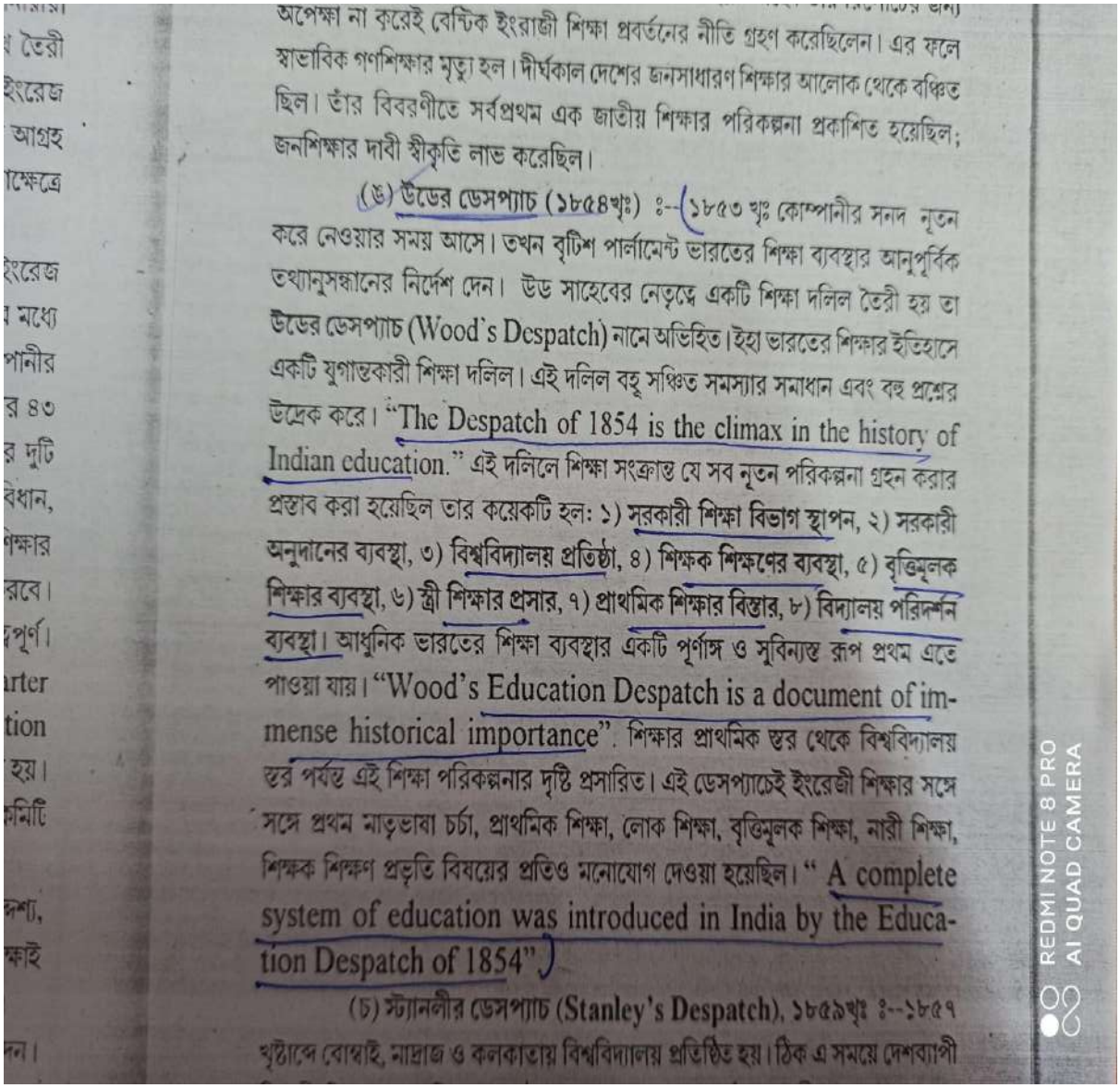

অপেক্ষা না করেই বেন্টিক ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে স্বাভাবিক গণশিক্ষার মৃত্যু হল। দীর্ঘকাল দেশের জনসাধারণ শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল। তাঁর বিবরণীতে সর্বপ্রথম এক জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছিল; জনশিক্ষার দাবী স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

(৬) উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪খৃঃ) ঃ--১৮৫৩ খৃঃ কোম্পানীর সনদ নূতন করে নেওয়ার সময় আসে। তখন বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশ দেন। উড সাহেবের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা দলিল তৈরী হয় তা উডের ডেসপ্যাচ (Wood's Despatch) নামে অভিহিত। ইহা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী শিক্ষা দলিল। এই দলিল বহু সঞ্চিত সমস্যার সমাধান এবং বহু প্রশ্নের উদ্রেক করে। "The Despatch of 1854 is the climax in the history of Indian education." এই দলিলে শিক্ষা সংক্রান্ত যে সব নূতন পরিকল্পনা গ্রহন করার প্রস্তাব করা হয়েছিল তার কয়েকটি হল: ১) সরকারী শিক্ষা বিভাগ স্থাপন, ২) সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা, ৩) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ৪) শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা, ৫) বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা, ৬) স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, ৭) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, ৮) বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা। আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত রূপ প্রথম এতে পাওয়া যায়। "Wood's Education Despatch is a document of immense historical importance". শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত এই শিক্ষা পরিকল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত। এই ডেসপ্যাচেই ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মাতৃভাষা চর্চা, প্রাথমিক শিক্ষা, লোক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। " A complete system of education was introduced in India by the Education Despatch of 1854"

(৮) স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচ (Stanley's Despatch), ১৮৫৯খৃঃ ঃ--১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক এ সময়ে দেশব্যাপী

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

চাহিদা পূরণ করাই সরকারের মুখ্য কর্তব্য বলে ঘোষিত হল। ইংরাজী শিক্ষার জন্যই বেশি ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হল। অন্যদিকে ইউরোপীয়দের সমযোগ্যতাসম্পন্ন ভারতবাসীকে সমসুযোগ দানের নীতি ঘোষণার ফলে ভারতবাসীদের মধ্যেও ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পেল।

লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলেই ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য প্রথম আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের সূচনা করেন রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুব বাংলা গোষ্ঠী। রেভাঃ এ্যাডামের মত Hodgson, Wilkinson, Dr. Ballentyne প্রমুখ অনেক ইউরোপীয় এই আন্দোলন সমর্থন করেন। কিন্তু এই দাবি অগ্রাহ্য হয়। বস্তুত প্রাচ্যবিদ্যাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বাঁচিয়েও লর্ড অকল্যাণ্ড ইংরাজী শিক্ষাকেই অধিকতর উৎসাহ দিলেন। তদুপরি Downward Filtration নীতিই চালু রইল। সরকারী উদ্যম উচ্চশিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল।

উড্ ডেসপ্যাচের পটভূমি

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়লাভের পর G.C.P.I. সংগঠনের নিরংকুশ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্যপন্থীরা পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করেন। দুই বৎসরের মধ্যেই এর পরিচালনাধীন স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ৪৮টিতে দাঁড়ায়। অপরদিকে সরকারী ঘোষণায় বিচারবিভাগীয় পদ শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত করা হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফার্সীর জায়গায় ইংরাজীকেই সরকারী ভাষা করা হয়। সর্বোপরি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট হার্ডিঞ্জ সরকারী চাকরিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি এবং যোগ্যতা বিচারের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নীতি ঘোষণা করেন। এসবের ফলেই ইংরাজী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে ; এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্সিগুলিকেও এই পথে নিয়ে আসে।

অবশ্য এই যুগে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সরকারের চেয়ে বেসরকারী ভূমিকাই ছিল বেশি। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সিদ্ধান্তকে তাঁদের জয় বলে মনে করে মিশনারীরা সংগঠিত চেষ্টায় সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রটি দখল করার চেষ্টা করেন। এই যুগটিকেই আগে আমরা 'ডাফের যুগ' বলে অভিহিত করেছি। এই যুগেই তাঁরা অনেক স্কুল এবং কলেজ গড়ে তোলেন। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ, মাদ্রাজের রায়পেট কলেজ এবং মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, মাসুলিপট্টমের নোবল কলেজ, নাগপট্টমের সেণ্ট জোসেফ কলেজ, নাগপুরের হিসলপ্ কলেজ, আগ্রার সেণ্ট জোসেফ কলেজ প্রভৃতি এ যুগেরই সৃষ্টি। উচ্চমানের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাত এইসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি আজও বেঁচে আছে এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্ররূপে গৃহীত হয়েছে।

নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্যায়

শিক্ষা চেতনায় নতুনত্ব

লর্ড বেন্টিঙ্কের ঘোষণায় ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও লর্ড [illegible] আমলে [illegible]ব রক্ষার সূত্র হিসাবে প্রাচ্যশিক্ষাপন্থীরা সামান্য কনসেশন পেলেন। [illegible]ই শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যমের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী উপাদান হিসাবে প্রাধান্য বিস্তার করলেন রেভারেণ্ড ডাফ-এর নেতৃত্বে মিশনারীরা।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে Thomason-এর প্রদর্শিত পথে বাংলা প্রদেশেও রেভাঃ এ্যাডামের পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেওয়া হবে। সরকার দেশজ পাঠশালাগুলিকে অর্থ সাহায্য করবেন এবং এদের সামনে অনুকরণীয় আদর্শরূপে কিছুসংখ্যক মডেল স্কুল গড়বেন। উন্নত পাঠদানের জন্য সার্কেল পণ্ডিত নিয়োগ করা হবে। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ হলেও কাজ হল সামান্যই। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য বছরে ব্যয়বরাদ্দ হল মাত্র ৮ হাজার টাকা। বিচিত্র নয় যে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক স্কুল ছিল মাত্র ৩৩টি।

দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বই অবশ্য এক্ষেত্রে বেশি লক্ষণীয়। মাত্র কয়েক বছর আগেকার Downward Filtration নীতির ব্যর্থতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হতে লাগল। যেখানে ইংরাজী শিক্ষার গৌরবের উপর ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, সেখানে দেখা গেল যে ইংরাজী শিক্ষাই বুমেরাঙের কাজ করল। শিক্ষিত উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই ইংরেজ শাসনের সমালোচনা ও নিন্দা শুরু হল। সর্বাপেক্ষা উগ্র আধুনিকতাপন্থী যুব-বাংলা গোষ্ঠীই মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবি তুললেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল Bengal British India Society। দাস শ্রম বিরোধী আন্দোলনে এবং বিদেশে ভারতীয় কুলি চালানের বিরুদ্ধে এঁরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বীকৃত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কুশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হল। ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত বিচার বিভাগীয় সুবিধার বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধল (Black Bill Agitation)। বিলেতের পার্লামেন্টে ভারতের নালিশ জমা হতে লাগল। ইংরেজ শাসক প্রমাদ গুনলেন।

ইঙ্গ-ভারতীয় মধ্যবিত্তের উপর শাসনের সংকীর্ণ ভিত্তির বদলে সাধারণ প্রজার সাথে সরাসরি সংযোগ করে সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রশস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিল। অপরদিকে ইংল্যান্ডেও ততদিনে গণশিক্ষা সম্বন্ধে নতুন চেতনা দানা বাঁধছে। সুতরাং downward filtration নীতি বাতিল করা প্রয়োজন হল।

উড ডেসপ্যাচের কারণঃ বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ছিল যুগ সন্ধিক্ষণ। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আলোচিত এবং স্থিরীকৃত বহু সমস্যার জের তখনও চলছিল। চুঁইয়ে পড়া নীতির অসারতা অতি সত্বর প্রমাণিত হল। সুতরাং এবিষয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হল। মূল নীতি পুনর্বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও নতুন করে ভাবতে হল। প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যার সাথে অবধারিত রূপে জড়িত ছিল ভাষা-মাধ্যম পুনর্বিবেচনার সমস্যা। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষার দাবি আদৌ গ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতীয় উদ্যম দানা বেঁধেছে, এবং প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাতেও মাতৃভাষা গ্রহণের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সুতরাং এ-সম্বন্ধে ভেবে দেখতে হল। G.C.P.I. গড়বার পর থেকে সংকীর্ণ সীমানার মধ্যেই সরকারী দায়িত্ব পালিত হচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষার দাবি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেসরকারী উদ্যমও অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং সরকারী দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের প্রকৃতি ও পরিধি নির্ণয়ের প্রয়োজন হল।

পুরনোর এইসব জের ছাড়াও নতুন বহু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র ভারত তখন ইংরেজ কবলিত। মহারানী ভিক্টোরিয়ার যুগে ব্রিটিশ শিল্পসমৃদ্ধি এবং সাম্রাজ্যের তখন মধ্যাহ্নকাল। ভারতে রেল লাইন প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ত ও জলসেচের আধুনিক প্রয়াস আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং প্রয়োজন হল ইঞ্জিনিয়ার, অন্তত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। নতুন আইনবিধি

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজন হল আইনজীবির। সুতরাং পেশাগত শিক্ষা আবশ্যিক হয়ে উঠল। ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করে পাটকল, সুতোকল প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং বৃত্তিগত দক্ষতার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এসবের প্রতিফলন পড়তে বাধ্য।

শাসনের ক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় উচ্চ পদে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার হয়েছে। সমযোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরিতে সমসুযোগের নীতি ঘোষিত হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, তথা ইংরাজী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ভাষা হয়েছে ইংরাজী। এইসব কিছুর ফলে আধুনিক শিক্ষার আগ্রহ বেড়েছে। এবং সে কারণেই শিক্ষার স্তরবিভাগ, শিক্ষার মান নির্ধারণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক প্রকাশ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং অর্জিত মান সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট প্রবর্তনের প্রয়োজন হল। তাই সামগ্রিকভাবে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টির কথা ভাবতে হল। মুসলিমরা এতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রায় বর্জন করেই আসছিলেন। কিন্তু একদিকে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের স্বার্থে ইংরেজ সরকারও মুসলিমদের বর্জন করে রাখতে চাইলেন না, অন্যদিকে মুসলিম নেতাদের মধ্যেও নবচেতনা প্রকাশ পেতে লাগল। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে মুসলমানদের বিশেষ স্থান করে দিতে হল। ঠিক তেমনই রক্ষণশীলতার প্রাচীর ভেঙ্গে নারী শিক্ষার চেতনাও রূপ পাচ্ছিল। সুতরাং নারী শিক্ষা সম্বন্ধেও নীতি নির্ধারণ অবধারিত হল।

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হচ্ছিল, কিন্তু এ-শিক্ষার কোন বিঘোষিত আদর্শ ও উদ্দেশ্য তখনও ছিল না। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের উত্তরকালে মিশনারীরা ভেবেছিলেন যে বেণ্টিঙ্কের রায় মূলত তাঁদের পক্ষেই হয়েছে। সুতরাং তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষাদানের পূর্ণ অধিকার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় একচেটিয়া অধিকার দাবি করতে লাগলেন। ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল সরকারী স্কুলগুলিকে নিন্দা করেই তাঁরা ক্ষান্ত রইলেন না। সরকারী বিদ্যালয়ে অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাও অগ্রাহ্য করে পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রণেও একচেটিয়া অধিকার দাবি করতে থাকলেন।

কিন্তু অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ভারতীয় বেসরকারী উদ্যমও শক্তিশালী ও মুখর হয়ে মিশনারীদের চ্যালেঞ্জ করতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষায় ধর্মের স্থান, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার যন্ত্র, সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থির করতে হল।

পুরনোর জের এবং নতুন সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হল ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ সুবিখ্যাত উড্-এর ডেসপ্যাচ (Wood's Despatch)। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নবীকরণের সুযোগে ভারতীয় প্রশাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পার্লামেণ্টে অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটল। এই অনুসন্ধানের ফলে নিয়ন্ত্রক সভার সভাপতি চার্লস উড্-এর নামে রচিত শিক্ষা দলিল ভারতে এল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

উড্-এর দলিল

উড্-এর দলিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হল। ভারতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান সম্প্রসারিত করা। এই জ্ঞান ভারতবাসীর পক্ষে হবে নৈতিক ও জাগতিক আশীর্বাদস্বরূপ। পাশ্চাত্য-শিক্ষাই নীতিবোধ এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করে বিশ্বাসযোগ্য সরকারী কর্মচারী তৈরী করবে। এই শিক্ষাই ভারতবাসীকে অনুধাবন করাবে

REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA

শ্রম এবং পুঁজি বিনিয়োগের তথা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুফল। ভারতবাসীর মধ্যে বাণিজ্য ও ধনবৃদ্ধির চেতনা হবে। এর ফলে এদেশ থেকে ইংল্যান্ড লাভ করবে তার যন্ত্রশিল্প ও ব্যবহারের জন্য কাঁচামালের সুনিশ্চিত যোগান এবং এদেশে বিলাতী শিল্পপণ্যের অফুরন্ত বাজার। আশু উদ্দেশ্য হিসাবে শিক্ষা ও চাকরিকে একসূত্রে বাঁধা হল। ঘোষণা করা হল যে শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে উন্নত ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য—এক কথায় পাশ্চাত্য জ্ঞান।

উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরাজী ভাষা। তবে মাতৃভাষার ঐতিহ্য এবং সামাজিক মূল্যের স্বীকৃতি হিসাবে এবং গণশিক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষাকে উৎসাহিত করা হবে। এ্যাংলো-ভার্নাকুলার বিদ্যালয়, এমনকি প্রয়োজনবোধে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দেশজ বিদ্যালয়কে উৎসাহ দেওয়া হবে। ভারতীয় ভাষাসমূহে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা চলবে।

ডেস্‌প্যাচে শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ঘোষিত হল। সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই চলবে। কিন্তু বেসরকারী বিদ্যালয়ে নিজ দায়িত্বে ধর্মীয় শিক্ষা দিলেও তা আমলে আনা হবে না।

শিক্ষা প্রশাসনের জন্য তদানীন্তন পাঁচটি প্রদেশের প্রতিটিতে থাকবে সরকারী শিক্ষা বিভাগ। জনশিক্ষা অধিকর্তার (Director of Public Instruction) অধীনে থাকবেন বিদ্যালয় পরিদর্শক গোষ্ঠী। এই শিক্ষা বিভাগের হাতেই থাকবে মূল নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু সরকারই সমগ্র শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল স্থাপন করবেন না। বেসরকারী বিদ্যালয়কে সরকারী অনুদান (Grant in aid) দেওয়া হবে শিক্ষকের বেতন, গৃহ নির্মাণ, উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে। অবশ্য অনুদান হল শর্তসাপেক্ষ—যথা, ধর্মনিরপেক্ষ উত্তম শিক্ষা, বিদ্যালয় পরিচালনায় স্থানীয় উদ্যোগ, ছাত্র বেতন আদায়, নিয়মিত সরকারী পরিদর্শন প্রভৃতিই হল শর্তাদি। এই ব্যবস্থাপনার প্রকৃত চরিত্রটি বোঝা দরকার। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ দায়িত্বের নীতিই হল উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মর্মকথা। শর্তসাপেক্ষে সকলকেই অনুদান দেওয়ার নীতি গৃহীত হওয়ায় মিশনারীদের একচেটিয়া অধিকারের দাবি অগ্রাহ্য হল। সুতরাং এক্ষেত্রে বেসরকারী ভারতীয় উদ্যমকে পরোক্ষ স্বীকৃতি দেওয়া হল। ধর্মনিরপেক্ষতার শর্ত আরোপ করেও মিশনারীদের দাবি অস্বীকার করা হল। অপরদিকে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা এবং ছাত্রবেতন ইত্যাদি শর্তের মধ্য দিয়ে এবং Grant-in-aid ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারী দায় সীমাবদ্ধ করা হল। কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রণ রইল সরকারেরই হাতে। অথচ ঘোষণা করা হল যে সরকার ক্রমেই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়িয়ে বেসরকারী প্রচেষ্টার কাছেই শিক্ষার উদ্যোগ ছেড়ে দেবেন। অর্থাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকবে, কিন্তু দায়িত্ব থাকবে না।

লক্ষণীয় যে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের 'সাহায্য নীতি' এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের 'সাহায্য নীতি'র মধ্যে পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য এসে গেল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয়ের নীতি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শর্তসাপেক্ষে বেসরকারী উদ্যমকে অনির্দিষ্ট অর্থ সাহায্যের পথে সরকারী দায়িত্ব সীমায়িত করা হল।

ডেসপ্যাচ-এ বলা হল যে উচ্চতর শ্রেণীর মানুষ শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হতে সক্ষম। সুতরাং সাধারণের শিক্ষার প্রতি সরকারী দৃষ্টি দেওয়া হবে এবং দেশজ

বিদ্যালয়গুলিকেও উৎসাহিত করা হবে। সামাজিক সম্ভ্রম ও জীবনযাত্রা বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হবে। 'সামাজিক স্তরভেদে' শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ভাবার্থ হল শিক্ষায় সমসুযোগের অস্বীকৃতি। এই নীতির ফলে ঘটল অশিক্ষিত কিংবা স্বল্পশিক্ষিত সমাজের সাথে উচ্চ শিক্ষিত সমাজের দুস্তর ব্যবধান। অবশ্য একথাও বলা হল যে সরকারী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করে যোগ্যতাকে উৎসাহিত করা হবে। কিন্তু বৃত্তি ব্যবস্থার সংকীর্ণতা ও স্বল্পতার ফলে অতি নগণ্য সংখ্যক ভাগ্যবানই দরিদ্র অবস্থা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, অর্থনীতি ও প্রশাসনগত কারণে কোন কোন পেশাগত শিক্ষারও প্রয়োজন হয়েছিল। তাই ডেসপ্যাচ-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কথা বলা হল। কোন কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষারও উল্লেখ থাকল। বলা হল যে মুসলিমদের শিক্ষা ও নারী শিক্ষায় সরকার বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করবেন এবং 'স্টাইপেন্ড' ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শিক্ষক শিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

উড্ ডেসপ্যাচ-এর এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রেসিডেন্সি শহর কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা। শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোচ্চস্তরের প্রতিষ্ঠান হবে বিশ্ববিদ্যালয়। তার নীচে থাকবে স্তরভেদে বিভিন্ন পর্যায়ের স্কুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকবে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার মান নির্ধারণ, পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপ এবং তদনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রদান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাম্মানিক পাঠ্যক্রমও প্রবর্তন করবে এবং কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করবে।

বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন কর্তৃত্বে অপরিকল্পিতভাবে, অসম-মানের যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তা এক সূত্রে গ্রথিত হল। একটি নিয়ামক প্রতিষ্ঠানের অধীনে সর্বত্র অভিন্ন প্রকৃতির পঠন পাঠন সুসংহত হওয়ায় শিক্ষা 'ব্যবস্থা' (System) সৃষ্টি হল।

স্ট্যানলী ডেসপ্যাচ ঃ উড্-এর ডেসপ্যাচ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করার প্রথম পর্বেই সিপাহী বিদ্রোহ ঘটল। বিলেতের হতচকিত কর্তৃপক্ষ ভাবলেন হয়তো ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। তাই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিলেত থেকে লর্ড এলেনবরা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডেসপ্যাচ কার্যকর না করবার নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু মহারানীর ঘোষণার পরে প্রথম ভারত সচিব লর্ড স্ট্যানলী ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নতুনভাবে নির্দেশ পাঠালেন। এই নির্দেশে কোন নতুন নীতির কথা বলা হল না। তবে একথা পরিষ্কার করে বলা হল যে, তদানীন্তন সাহায্যদান নীতি প্রাথমিক শিক্ষার সহায়তা করছে না। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের বেশি উদ্যোগ নেওয়া এবং আরও বেশি সরকারী প্রাথমিক স্কুল এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য 'সেস' প্রবর্তনের প্রস্তাবও এই ডেসপ্যাচের উল্লেখযোগ্য অংশ।

স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচ উডের ডেসপ্যাচের পরিপূরক মাত্র। তবে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তদুপরি সেস প্রবর্তন প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এক নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

মূল্যায়ন ঃ উড্ ও স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচকে একই দলিলের দুটি পর্যায় রূপে বিবেচনা করা ভাল। জেমস্ সাহেব উডের দলিলকে ভারতে ইংরাজী শিক্ষার 'ম্যাগনা কার্টা' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ দলিল এত প্রশংসা দাবি করতে পারে না। ম্যাগনা কার্টা

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

'অধিকার'-এর দলিল। উডের দলিল ভারতবাসীর শিক্ষার 'অধিকার'-এর দলিল নয়, কিংবা ভারতবাসীকে শিক্ষাদানের জন্য সরকারী দায়িত্বের অঙ্গিকার পত্র নয়। জাতীয় প্রয়োজনের বদলে প্রশাসনের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষার যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা দাসত্বের শিক্ষা, আত্মসম্ভ্রমশীল জাতির শিক্ষাদর্শ নয়। তদুপরি শিক্ষাক্ষেত্রে স্তরভেদ রচনা করা হয়েছে।

তাছাড়া এই দলিলের মধ্য দিয়েই সরকারী নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীকরণ আরম্ভ হয়। শিক্ষায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ অস্বীকৃত হয়। এক কাঠামোর শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নমনীয়তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে এই দলিল বহু সঞ্চিত সমস্যার সমাধান এবং বহু প্রশ্নের উদ্রেক করে। এই হিসাবে জেমস্ সাহেবের বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব যে, "The Despatch of 1854 is thus the climax in the History of Indian Education : What goes before it leads up to it."

ডেসপ্যাচের ইতিবাচক দিকগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই দলিলই পার্লামেণ্টের পক্ষে প্রচারিত শিক্ষানীতির প্রথম ঘোষণাপত্র। এই ঘোষণাপত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত না হলেও সরকারী কর্তব্য স্বীকৃত হয়েছে। এখানেই সর্বপ্রথম শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি সরকারী মনোভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং 'চুঁইয়ে পড়া' নীতি পরিত্যাগ করে গণশিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে। এই সঙ্গে বৃত্তিদান পরিকল্পনার মাধ্যমে মেধাবী দরিদ্রের নিকট উচ্চ শিক্ষার দ্বার কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং নীচ থেকে উপর পর্যন্ত শিক্ষা-সিঁড়ি রচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। সরকারী 'সাহায্য নীতি'র ফলে বেসরকারী দেশীয় উদ্যোগের পথ প্রশস্ত হয়েছে। সর্বোপরি বিবিধ উদ্যোগকে গ্রথিত ও সংহত করে সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারত্বে, কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্বে, একটি ব্যাপক 'শিক্ষাব্যবস্থা'র প্রবর্তন হয়। বড়লাট লর্ড ডালহৌসি মন্তব্য করেছিলেন যে এ দলিলটি হল—"a scheme of Education for all India far wider and more comprehensive than the Local or Supreme Govt. could have even ventured to suggest."

কিন্তু একথা কোনক্রমেই মনে করা যায় না যে উডের দলিল একটি 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেছিল। জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে, সরকারের নেতৃত্বে কিংবা জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের খাতিরে এ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। বিজাতীয় শাসকের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে একটি ভিনদেশীয় ব্যবস্থা এদেশের মাটিতে রোপণ করা হয়েছে। একথা ঠিক যে বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে সংহত করে সরকারী নিয়ন্ত্রণে 'একটি ব্যবস্থা' প্রবর্তিত হয়েছিল। সুতরাং উডের দলিল একটি 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা' (State System of Education) প্রবর্তন করে, একথা বলা চলে। ঔপনিবেশিক প্রভুর স্বার্থে এই ব্যবস্থাটি হল ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ঃ উডের দলিলের পরেও ভারতে প্রায় এক শতাব্দীকাল স্থায়ী ইংরেজ শাসনে এ-দলিলের ফলশ্রুতি হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রভাব সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হল আজও তা দূর হয়নি। পুঁথিগত অব্যবহারিক বিদ্যাবত্তার বোঝা বয়ে 'বুদ্ধিজীবি' হওয়ার যে ঝোঁক সৃষ্টি হল, সমগ্র জাতির মেধাকেই তা গ্রাস করে ফেলল। প্রকৃত জ্ঞানপীঠ হওয়ার জন্যে আজও

দিকে জয়গান। কিন্তু সাম্রাজ্যের ব্যাপারে উদারনীতি ছিল সীমিত। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে ভারতীয় সামন্তশক্তি সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের অনুদাসে পরিণত হল। ইংরেজরাও এ-শক্তিকে অনুচররূপে গ্রহণ করলেন। ওয়াহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ-র অপসারণের মধ্য দিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার কল্পনা ধূলিসাৎ হল। স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুসলিম অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সরকারের সাথে সহযোগিতা এবং ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের আবহাওয়া সৃষ্টি করলেন। সুচতুর ইংরেজ শাসকরা তাঁদের সমাদরে গ্রহণ করলেন। ভারতে ইংরেজ শাসন নিষ্কণ্টক হল। বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সংকট ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে ইংরেজ শাসনের আর কোন সমস্যা রইল না।

কিন্তু এই পরিবেশেই জন্ম নিল ভবিষ্যতের বিরাটতম সম্ভাবনার বীজ। ইংরাজী শিক্ষিত যে ভারতীয়কে একদিন মেকলে সাহেব মনে প্রাণে ইংরেজ তৈরী করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেই ঘটল মোহমুক্তি। সিপাহী বিদ্রোহ এবং তারপরে ইংরেজদের আচরণ থেকে তাঁরা নিলেন বিরাট শিক্ষা। হিন্দু মেলার সংগঠন, সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ-নীতির প্রতিবাদ, দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ বিরোধী আন্দোলন, আই.সি.এস. পরীক্ষায় বয়ঃসীমার আন্দোলন, ইলবার্ট বিল আন্দোলন এবং 'ভারত সভা' গঠনের মধ্য দিয়ে যে জাতীয় চেতনা ক্রমে দানা বাঁধছিল, তাই মূর্ত রূপ পেল ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠার মধ্যে।

জাতীয় চেতনার অবধারিত ফলশ্রুতি হল জাতিকে শিক্ষাদানের চেতনা। স্কুল গড়াকে জাতি সেবা বলে মনে করার ফলে বেসরকারী ভারতীয় উদ্যম তীব্র গতিতে অগ্রসর হল। গণজীবনের প্রতিও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়ল। গণশিক্ষা তথা শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই অন্যতম লক্ষ্য হল।

এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়ল সরকারী প্রশাসনেও। শিক্ষা প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ আরম্ভ হল। জাতীয় চেতনাকে কিঞ্চিৎ 'কনসেশন' দানের উদ্দেশ্যে লর্ড রিপন সীমাবদ্ধ স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করলেন। কিন্তু জাতীয় চেতনার বন্যাকে বাঁধ দিয়ে আটকানো গেল না। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই পটভূমিতেই উড্ ডেসপ্যাচের নির্দেশগুলি কার্যকরী করা হতে লাগল।

উড্ ডেসপ্যাচের প্রয়োগ ঃ উডের দলিল অনুসারে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলের উন্নয়ন, শিক্ষকদের বেতন, পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কৃতকরণ এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সাহায্য দানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। শিক্ষাবরাদ্দের এক অংশ সরকারী স্কুলের জন্য এবং অপর অংশ বেসরকারী স্কুলে সাহায্যের জন্য ব্যয়িত হয়।

সরকারী উদ্যোগে কলকাতা ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ, লাহোর কলেজ, এলাহবাদের মূর কলেজ প্রভৃতি এই সময়েই সুসংগঠিত হয়। বেসরকারী বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যের মোটা অংশ এই সময়ে স্বভাবতই দখল করেন মিশনারীরা। তাঁরা অবশ্য সরকারী সাহায্য ছাড়াও অগ্রসর হন। কলকাতা ও বোম্বাইয়ের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, লাহোরের ফোর্ম্যান কলেজ, লক্ষ্ণৌর রীড কলেজ, দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন কলেজ [illegible] মিশনারী প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

বেসরকারী ভারতীয় উদ্যমও ক্রমে সংগঠিত হতে থাকে। বিশ বছর সময়ের মধ্যে ৬৫টি কলেজ ভারতীয় উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উড্ ডেসপ্যাচ অনুসারে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এগুলি মূলত কলেজ ও বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেওয়া, পরীক্ষা নেওয়া এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রতিষ্ঠান রূপেই কাজ করে। শিক্ষাদান ও গবেষণার দায়িত্ব আসে অনেক পরে।

মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যাও বিশ বছরের মধ্যে দাঁড়ায় ২ হাজার। কিন্তু পাঠক্রমে মানবিক বিদ্যা এবং ইংরাজীর প্রাধান্য শিক্ষাকে একমুখী করে দেয়। এ-শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য হ্রাস পায়। বিশ্ববিদ্যালয়মুখীনতাই হয় মাধ্যমিক শিক্ষার চরিত্র। অবশ্য মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষা প্রচলিত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সারা ভারতে ১৩৭টি নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ডাক্তারি, ওকালতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষারও প্রসার ঘটে। এসবের জন্য ১৮টি কলেজ গড়ে ওঠে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী উদারতার নীতি গৃহীত হলেও মিশনারী প্রচেষ্টা তখনও ছিল অগ্রগামী। সরকারী প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যার চেয়ে মিশনারী স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ। ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতে প্রাথমিক স্কুল ছিল ৮২৯১৬টি। পাঠ্য পুস্তক এবং পঠনপাঠন পদ্ধতিরও কিছু উন্নতি ঘটে। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় সরকারী উৎসাহ লাভ করে। মাদ্রাজ, বাংলা ও আসামে দেশজ বিদ্যালয়ের প্রাধান্য এবং বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাবে সরকারী বিদ্যালয়ের প্রাধান্য ঘটে। মধ্যপ্রদেশে মধ্যপন্থা অবলম্বিত হয়। বাংলাদেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল মাত্র ২৮টি, আর সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী ৪৭৩৭৪টি এবং সাহায্যহীন বেসরকারী বিদ্যালয় ছিল ৩২৬৫টি।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃহত্তম সমস্যা হয় আর্থিক। অর্থ সংকুলানের চেষ্টা হয় স্থানীয় সেস, মিউনিসিপ্যালিটির দান, ছাত্র বেতন এবং বেসরকারী দান সংগ্রহের পথে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনকে নমনীয় করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সরকারের হাতে দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো এর সূচনা করেন এবং ক্রমেই এর প্রসার ঘটে। ১৮৬১ থেকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে লোকাল বোর্ডের মাধ্যমে রাজস্বের উপর ১ থেকে ৭½ শতাংশ হারে শিক্ষা সেস প্রবর্তিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় আয় হয় সামান্যই। তাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হয় ধীর গতিতে। কিন্তু বাধা বিপত্তি এবং মিশনারীদের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ভারতীয় প্রয়াসই ক্রমে নেতৃত্ব অধিকার করে। ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রয়াস মিশনারীদের চ্যালেঞ্জ করার মত শক্তি অর্জন করে। বস্তুত সরকারী শিক্ষা বিভাগও জনতার স্বার্থে সামিল হতে পারেন না। সাহায্যদানের পদ্ধতিও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তাই বেসরকারী উদ্যমের সঙ্গে সরকারী শিক্ষা বিভাগের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ক্রমেই অবস্থা এমন হতে থাকে যখন সরকারের কাছে দুটি পথ খোলা—এর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ অথবা সম্পূর্ণ উদাসীনতা। এর কোনটাই গ্রহণ না করার ফলে মাধ্যমিক ও

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রটি অধিকার করে বেসরকারী উদ্যোগীরা, আর প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা এবং দেশজ বিদ্যালয়গুলি হয় অনাদরে ক্ষীণকায়। ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দেও সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী প্রদেশে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী পুরুষের ৭৫ শতাংশ এবং মেয়েদের ৮৪ শতাংশ ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকে। পশ্চাৎবর্তী প্রদেশে পুরুষের ৯২ শতাংশ ও মেয়েদের শতকরা একশ ভাগই স্কুলের বাইরে থাকে।

জাতীয় চেতনার উন্মেষ—শিক্ষা সংস্কারের প্রথম দফা

দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র এবং সম-মতাবলম্বীদের আন্দোলন ছিল মূলত মধ্যপন্থী। সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েই তাঁরা কাজ করেছেন। অতিরিক্তও কিছু কিছু করেছেন। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ বিরোধিতার পন্থায় কিছু করেননি। শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে এঁদের কাজের প্রেরণা এসেছিল দেশাত্মবোধ এবং সমাজচেতনা থেকেই। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে এঁদের আন্দোলনের সাথে রাজনৈতিক সমস্যা জড়িয়ে পড়েনি। অথচ সেই যুগটিই ছিল এমন যুগ যে রাজনৈতিক সচেতনতা আসতে দেরি হয়নি। অবশ্য প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন অন্য একদল মানুষ। এদের মধ্যে যুব বাংলা পন্থী ব্রাহ্ম তরুণরাও ছিলেন, হিন্দু তরুণরাও ছিলেন।

জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশ

ইংরেজ শোষণে যারা সবচেয়ে পীড়িত ছিলেন, দেশের কুটির শিল্প বিধ্বস্ত হওয়ায় এবং জমিদারী ব্যবস্থার ফলে যারা স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ বিরোধী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহী অভ্যুত্থান হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই। উত্তরবঙ্গে হয়েছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, বাঁকুড়ায় হয়েছিল চোঁয়াড় বিদ্রোহ। ময়মনসিংহে হয়েছিল পাগলপন্থী বিদ্রোহ। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল ফরাজি বিদ্রোহ। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বাংলাদেশ ব্যাপী বিরাট অঞ্চলে হয়েছিল ওয়াহাবি বিদ্রোহ। বারাসাত-বসিরহাটে হয়েছিল তীতুমীরের বিদ্রোহ।

রাজনীতিতে সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন থেকে এইসব বিদ্রোহ বঞ্চিত ছিল। তাই পুলিশী কিংবা সামরিক অভিযান চালিয়ে এইসব খণ্ড বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসকরা দমনও করেছিলেন। একথা ঠিক যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজ শাসন মধ্যযুগীয়তা থেকে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হতে ভারতকে সাহায্য করেছে। তৎকালীন ব্রিটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হিসাবে 'উদারনীতি' সম্বন্ধে তাঁদের মোহও ছিল। ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণ করে ভারতের উপকার হবে একথা বিশ্বাস করেই তাঁরা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেক্ষেত্রেও সুপ্ত দেশাত্মবোধ কাজ করেছে। এইসব কারণেই সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও তাঁরা বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেননি। অবশ্য কিছু কিছু তরুণের মধ্যে যে বিদ্রোহ চেতনা ছিল না, তা নয়।

কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বছরটিই হল যুগ বিভাজিকা। বিদ্রোহের পরে পরাজিতদের প্রতি ইংরেজদের নৃশংস আচরণের প্রভাবেই এঁদের মোহমুক্তি ঘটে। তাই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই এঁদের জাতীয় চেতনা বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ্যে রূপ পায়।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA